R. N. No. 2582/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2001

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত).
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৯ই মাঘ, বুধবার, ১৪০৮ সাল। ২৩শে জানুয়ারী, ২০০২ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

কয়েকজন ভদ্রবেশী বিদ্যুৎ চোর ধরা পড়ল

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৬ জানুয়ারী সন্ধ্যায় জঙ্গীপুর পুর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ পর্ষদের মুর্শিদাবাদ জেলা আধিকারিক সদলবলে হানা দিয়ে ব্যাপক হুকিং এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ধরে ফেলেন। বেশ কিছু ফ্যান, টিভি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আটক করেন। ধরা পড়ে অনেকেই দোষ স্বীকার করেন এবং লিখিত স্বীকারোক্তি দেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জঙ্গিপুর স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক প্রদ্যুৎ ঘোষ ও জঙ্গিপুর পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক সুবীরকুমার দে। জানা যায়, প্রদ্যুৎবাবু নিজের বাড়ীতে এবং সুবীর দে তার এক দোকান থেকে প্রধান রাস্তার অপর পারের দোকানে টেলিফোনের তার দিয়ে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ করে দীর্ঘদিন চালাচ্ছিলেন। কিছু দোকানে লাইন টেনে ভাড়াও দিচ্ছিলেন। জানা যায়, সুবীর দে শহরের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত। জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দাতা হিসেবে আজীবন সদস্য, জঙ্গিপুর লায়নস ক্লাবের দায়িত্বশীল লায়ন, জঙ্গিপুর সুবর্ণ বণিক সমাজের সম্পাদক ইত্যাদি।

নয় লক্ষ টাকার খাস পাট্টা বাতিল করলেন মহকুমা শাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া বাণীপুর দুর্গা মন্দিরের দক্ষিণে সদর রাস্তার উপর বামাচরণ মন্ডলের স্ত্রী প্রভাতী মন্ডলের খাস জমির পাট্টা বাতিল করে দিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ছোটেন ডি, লামা। ঘটনায় প্রকাশ, প্রায় নয় লক্ষ টাকা মূল্যের এই খাস জায়গাটি রাজনৈতিক প্রভাবে সুতী থানার বিত্তশালী মুরারী পালোয়ানের পৌত্রবধূ প্রভাতী মন্ডলকে দেওয়া হয়। এর আগে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সুরেশকুমার ঐ জায়গা পুলিশ ফাঁড়ি ও ফায়ার ব্রিগেড করার জন্য (শেষ পৃষ্ঠায়)

সুতীতে উচ্ছেদের সভা করতে গিয়ে বেআইনী ভিডিও আটক, মালিকদের উচ্ছেদ করলেন মহকুমা শাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৭ জানুয়ারী সুতী-১ ব্লকের সাদিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে মহকুমা শাসক সি ডি লামা এলাকার অবৈধ জবরদখলকারীদের উচ্ছেদের জন্য সভা করতে যান। সঙ্গে ছিলেন সুতী-১ ব্লকের বি ডি ও এবং পঞ্চায়েত সভাপতি। এলাকার মদনা থেকে ফতুল্লাপুর পর্যন্ত বাদশাহী সড়কের দু' ধারে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে সভা সেরে আসবার পথে এলাকায় ভি ডি ও হলগুলিতে বেআইনীভাবে ব্লু ফিল্ম দেখানো হচ্ছে খবর পান। মহকুমা শাসক চাঁদের মোড় থেকে ঘুরে গিয়ে সুতী থানার পুলিশকে খবর দিয়ে তিন গাড়ী পুলিশ নিয়ে তিনি (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে সাইকেল আরোহীর শোচনীয় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ জানুয়ারী ভোরে যাত্রীহীন বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন রঘুনাথগঞ্জ থানার জেঠিয়া গ্রামের শ্যাম দাস (৩৭)। জানা যায়, প্রতিদিনের মতো সেদিনও শ্যাম সাইকেলে রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়ার এক বেকারীতে কাজে আসছিলেন। হঠাৎ (শেষ পৃষ্ঠায়)

ক্লাস ছুটি দিয়ে ভোজন উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ জানুয়ারী জঙ্গিপুর হাই স্কুলের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভা শেষে স্কুল ছুটি দিয়ে স্কুল চত্বরেই ভোজন উৎসব করলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। মাত্র দু'টি ক্লাস করে ছুটি হয়ে যাওয়ায় অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী এবং কয়েকজন পরিচালন সমিতির সদস্য স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ।

ইট ভাটার লরিতে পিষ্ট হয়ে এক মজুরের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৫ জানুয়ারী সুতী থানার সুজনীপাড়া গ্রামের দিন মজুর বিকাশচন্দ্র দাস (২৫) বংশবাটীতে মাটি কাটতে গিয়ে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। খবর, অজগরপাড়া 'মঞ্জু ব্রীকস' এর লরিতে বংশবাটী থেকে মাটি নিয়ে আসার সময় পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি বিকাশের ওপর উঠে যায়। এর ফলে বিকাশ ঘটনাস্থলে মারা যান।

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন
(নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া
সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই মাঘ বুধবার, ১৪০৮ সাল।

কোথায় আলো ?

আজ ২৩ জানুয়ারী দেশের সর্বত্র নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইতেছে। তদুপলক্ষে তাঁহার মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, এলগিন রোডস্থ নেতাজীর বাসভবনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন তথা নানা স্থানে তাঁহার স্মৃতিচারণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করা হইতেছে।

আপোসী স্বাধীনতার যিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন, যিনি ভারতের জন্য চাহিয়াছিলেন অখন্ড স্বাধীনতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে যিনি এই যুদ্ধ বাধিবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, দেশের জন্য নানা শিল্প পরিকল্পনার কথা যিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, মাতৃমুক্তির সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিতে হয়, যিনি পরবর্তী সময়ে গান্ধীজির দ্বারা 'The patriot of the patriots' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন এবং ধান্দাবাজ ব্যক্তিদের দ্বারা যিনি হিটলারের কুইসলিং এবং তোজোর কুকুর ইত্যাদি আখ্যা লাভ করেন, সেই প্রকৃত দেশপ্রাণ সুভাষচন্দ্র সারা বিশ্বের দরবারে এক অপরিমেয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন সর্বপ্রকারের নিন্দা ও প্রশংসাকে অগ্রাহ্য করিয়া। ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি অপর রাষ্ট্রের (যেমন আমেরিকার) সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে, তবে ভারতীয় জনগণের আশাআকাঙ্খা পূরণের জন্য তিনি অন্য রাষ্ট্রের সহায়তা চাহিলে তাহা আদৌ দূষনীয় নহে—ইহাই তিনি উচ্চকন্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। 'স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার'—ইহা তাঁহার কন্ঠ হইতে নির্দ্বিধায় ঘোষিত হইয়াছিল। কোন কন্টই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অশেষ কন্টের মধ্য দিয়া তিনি ভারত ত্যাগ করেন; জার্মানী হইতে সজাগ শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া ৯০ দিন সাবমেরিণে করিয়া বিবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া জাপানে উপস্থিত হন—সবই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল, যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে তিনি চাহিয়াছিলেন দেশমাতৃকার পরাধীনতার নাগপাশমুক্তি।

এই নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন ১৯৪৪ সালে তাবৎ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের তৎকালীন ক্রিয়াকলাপে ভারত বিভক্ত হইবার আভাস পাইয়াছিলেন এবং অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণায় তিনি বেতার ভাষণে বলিয়াছিলেন—"I vehemently oppose the Pakistan scheme for the vivisection of our mother-land"....."Our divine mother-land shall not be cut up." কিন্তু ক্ষমতালাভের লোভ দেশপ্রেমকে মান্যতা দিল না। সেই ভারত-বিধ্বংসকরণের বিষবৃক্ষ আজ মহীরুহ হইয়া দেশের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে নানা অশান্তি। নেতাজীর ভারতের অপরাধ আমরাই—তাঁহার দেশবাসীরাই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আজ তাঁহার জন্মজয়ন্তী পালনের বিবিধ ঘটা করিতেছি। ইহা অদৃষ্টের পরিহাস।

দেশের মধ্যে আজ নানা রাজনৈতিক দল—নিত্য স্বার্থান্বেষে মত্ত। এক দলের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিতেছে অন্য দল। ফলতঃ কোন ক্ষমতাসীন দলের উপযুক্ত বিপক্ষ সেই ক্ষমতাসীন দলের ত্রুটিবিচ্যুতির বিষয়ে সোচ্চার হইয়া জনকল্যাণমুখী কর্মধারার সৃষ্টি করিবে—তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। একই দলে নানা ভাঙন; আর প্রতিপক্ষ দল সেই ভাঙনকে কেন্দ্র করিয়া নিজের সুবিধা লাভে সচেন্ট। দেশের অবস্থা তথৈবচ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনচর্চা, তাঁহার জীবনাদর্শ উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্যে রূপায়িত করিবার প্রবৃত্তি আমাদের অদ্যপি জন্মিল না—ইহাই মর্মান্তিক।

বর্তমান মুখার্জি কমিশন নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের কাজ করিয়া চলিয়াছেন। প্রয়োজনমত নথিপত্রাদি তিনি পাইতেছেন না বলিয়া জানা যায়। যাহাতে তিনি প্রয়োজনীয় নথিপত্র পান, তাহার জন্য ভারত সরকারেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। তাহা না হইলে নেতাজী তদন্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনাগ্রহ প্রকাশ পাইবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরে গিয়া রেনকোজি মন্দিরে তথাকথিত নেতাজীর চিতাভস্ম পরিদর্শন বা কোন কিছু লেখা (যদি তাহা আদৌ হইয়া থাকে) ভারতবর্ষের বহু মানুষ মানিয়া লইতে পারিবেন না। এতদিন পরেও নেতাজী সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় সরকারের আড়াল-আবডাল ভূমিকা সমর্থনযোগ্য নহে।

মহাত্মা গান্ধীজি-কথিত 'ফিলিপ্‌স্ সার্কাস

রচনা: শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

দেশ যখন ইংরাজের অধীন ছিল, তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হইত শাসিতের প্রতি শাসকের ব্যবহারের সমালোচনার জন্য এবং অন্যায়ের প্রতিকার করার পন্থা-অবলম্বনের পরামর্শের জন্য। এখন ভারত কংগ্রেসের শাসনাধীনে, তবুও কেন বৎসর বৎসর এই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান! কায়দা ক'রে না ব'লে যদি সাদাসিদেভাবে বলা যায় তবে শ্রীজহরলালজী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নামে পরিচিত হইলেও তিনিই দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা। তিনিই প্রধানমন্ত্রী আবার তিনিই কংগ্রেসের সভাপতি। প্রধানমন্ত্রী হইবার পর যখন তিনি ট্যান্ডনের হাত হইতে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন একবার ইচ্ছা সত্ত্বেই হউক আর অনিচ্ছা সত্ত্বেই হউক জহরলালজী বলিয়াছিলেন—প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের সভাপতি একজনের পক্ষে হওয়া অশোভন দেখায়; তবুও কি করা যায়, উপায় নাই বলিয়া দুই তক্তই গ্রহণ করিতে হইল।

যিনি শাসক তিনিই কংগ্রেসের সভাপতি। অধিবেশনে যাহা আলোচিত হইবে, তাহা এক কথায় বলিতে গেলে এই মহাসভায় মহা অধিবেশনে আত্মপ্রশস্তি গাহিবার জন্যই। বাঙলার মেয়ে মহলের প্রচলিত প্রবাদে বলা যায়—আপনি রাঁধে আপনি খায়, আপনার রান্নায় বলিহারী যায়।

এই ভারতীয় নাচ নাচিবার বা বাহবার গাওনা গাহিবার আসর এবার হইয়াছিল হায়দারাবাদে। পরাধীন ভারতীয় কংগ্রেসে বাঙলা হইতে যাঁহারা প্রতিনিধিত্ব করিতে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সভাপতিত্ব করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। ইংরাজী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ, সি, ব্যানার্জী) বাঙালী। ১৮৯২ অব্দে এলাহাবাদ শহরের অধিবেশনে ইনিই সভাপতিত্ব করেন। ১৮৯৫ অব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুণা শহরের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৮৯৮ অব্দে মাদ্রাজ শহরের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আনন্দমোহন বসু। ১৮৯৯ অব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে সভাপতিত্ব করেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৯০২ অব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেদাবাদে, (৩য় পৃষ্ঠায়)

জাল ভিডিও ক্যাসেট ও সি ডি আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৩ জানুয়ারী সকালে মুর্শিদাবাদ এনফোর্সমেন্ট এবং সামসেরগঞ্জ থানার যৌথ অভিযানে ধুলিয়ান শহরে দুটি ভিডিও ক্যাসেট ও ইলেকট্রনিকসের দোকান থেকে বাংলা ও হিন্দি সিনেমার জাল ৩০২টি সি ডি, ব্লুফিল্মের ২৭টি সি ডি, ১১টি ভিডিও ক্যাসেট উদ্ধার হয়। এ ছাড়া একটি টি ভি এবং একটি ভিসিপি মেসিনও আটক করা হয়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ ধুলিয়ানে এরকম বহু দোকান আছে যেখানে হানা দিলে বহু বেআইনী জাল ক্যাসেট পাওয়া যাবে।

চক্ষু অপারেশন শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৩ জানুয়ারী ধুলিয়ান গঙ্গা লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ও ধুলিয়ান ফ্রেন্ডস্ ক্লাবের পরিচালনায় পুরভবনে ১০৮ জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন হয়। অপারেশন করেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আবদুস সামাদ।

ফিলিপ্‌স্‌ সার্কাস (২য় পৃষ্ঠার পর)

১৯০৩ অব্দে মাদ্রাজ শহরে লালমোহন ঘোষ, ১৯০৭ অব্দে সুরাট শহরে রাসবিহারী ঘোষ, ১৯০৮ অব্দে মাদ্রাজ শহরে রাসবিহারী ঘোষ, ১৯১৪ অব্দে মাদ্রাজ শহরে ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ১৯১৫ অব্দে বোম্বাই নগরীতে সতেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ), ১৯১৬ অব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে অম্বিকাচরণ মজুমদার, ১৯২২ অব্দে গয়া শহরে চিত্তরঞ্জন দাশ, ১৯৩৩ অব্দে কলিকাতা নগরীতে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা, ১৯৩৮ অব্দে হরিপুরায় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৩৯ অব্দে ত্রিপুরি কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হইয়া শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক পরিত্যক্ত পদে বসিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

এখন ভারতীয়ের অধীনস্থ ভারতে যাঁহারা কংগ্রেসী মঞ্চে মহাত্মাজী কথিত সার্কাসে নাচ দেখাইতে গিয়া রিং-মাষ্টার নেহেরুর চাবুকের 'সরাং সরাং' শব্দের তালে তাল রাখিয়া খেলা ও নৃত্য দেখাইতেছেন, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের সহিত এই সব নাচনেওয়ালাদের তুলনা করিয়া দেখি বাঙলার কোন্ জাতীয় লোক কংগ্রেসের শোভাবর্ধন করিতেছেন। সুভাষচন্দ্রের পর বাংলায় আর একজনও মিলল না, যিনি জাতির জনককেও কংগ্রেসঘটিত ব্যাপারে বাঙলার কাছে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারেন। এখন বাঙলার কংগ্রেসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে রাজ্য সরকার চালাইতে পারেন, কিন্তু জহরলালজীর মেজাজের 'সিম্পটম্' (symptom) বুঝিয়া ফরাক্কার বাঁধ বা ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কথা বলিতে সাহস করেন না। যে প্রদেশে কংগ্রেস ভবন কেমন করিয়া পাওয়া গেল, কংগ্রেস সভাপতির মোটর গাড়িগুলি কে দিল, ইহা বলিবার মুখ নাই, তাহাদের অন্যের হুঁ-য়ে-হুঁ, আর অন্যের তালে নাচা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাঙলার কংগ্রেসীরা বাঙলার অপমান করিবার সুযোগ পাইলে তাহা ছাড়েন না। তাঁহারা জানেন, বাঙালী মরিয়াও মরে নাই। গত সাধারণ নির্বাচনে বাঙলা সাত সাতটী কংগ্রেসী মন্ত্রীকে কাৎ করিয়া বিশ্বমাঝে নিঃস্ব বাঙালীর কিম্মৎ দেখাইয়া কর্তাদের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে। তবুও কর্তারা তক্তে বসিয়া পরাজিত মন্ত্রীদিগের দুজনকে খিড়কির পথে ঢুকিবার সুযোগ করিয়া দিয়া মন্ত্রীর গদীতে বসাইয়া নির্বাচক মন্ডলীর অপমান করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। হায়দারাবাদ আসরে কাশ্মিরী নাচিয়ে সেখ আবদুল্লার মুখে অকংগ্রেসী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের কথায় "লজিক এবং রাজনৈতিক নিদর্শন নাই" শুনিয়া বাঙালী হইয়াও হাততালি দিয়াছে। অন্য প্রদেশের প্রতিনিধিগণ বাঙলার নেতৃত্বের বর্তমান দশা দেখিয়া নিশ্চয় মুচকি হাসি না হাসিয়া পারেন নাই।

রচনাকাল—১৩৫৯ সাল।

রুচিবোধসম্পন্ন পুলিশ অফিসারের কাছে জঙ্গিপুরের মানুষ চাই পরিচ্ছন্ন পুলিশ প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘ দু' দশকের অভিজ্ঞতায় এমন রুচিবোধসম্পন্ন পুলিশ অফিসার পাইনি জঙ্গিপুর। জঙ্গিপুরের মহকুমা পুলিশ অফিসারের মহকুমা শাসক অফিস সংলগ্ন কার্যালয় ও আবাসস্থল দীর্ঘকাল ধরেই ছিল বেআব্রু, জঙ্গলে ঘেরা। বহু পুলিশ অফিসার জঙ্গিপুরে এসেছেন, চলেও গেছেন। কিন্তু বর্তমান পুলিশ অফিসার প্রসুন ব্যানার্জীর মতো অফিস কম্পাউন্ডকে এমনভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপ দিতে কেউই সচেষ্ট হননি। পূর্বে পুলিশ অফিসারের কার্যালয়ের সামনেই ছিল বিশাল গোচারণ ক্ষেত্র, হরিজনদের রোদ পোয়ানো, আড্ডামারা, জামা কাপড় শুকানোর জায়গা। বর্তমানে সে জায়গার খোলনলচে পুরো বদলে ফেলেছেন প্রসুনবাবু সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায়। এখন তাঁর কার্যালয় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, পুরো আঙ্গিনা সিমেন্ট বাঁধানো ; সেখানে রকমারি মরশুমী ফুলের বাহার, কার পার্কিং এরিয়া, ইউজ মী বক্স, ক্রিকেটের নেট প্র্যাকটিসের জায়গা, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, গেটের বাইরের দুটি স্তম্ভে রঙীন গ্লোব, দুপাশের দুটি স্তম্ভে পুলিশ অফিসারের রঙীন আলোয় নেমপ্লেট। প্রসুনবাবুর খাস কামরার মেঝেয় ম্যাট, দেয়ালে তৈলচিত্র, সুসজ্জিত টেবিলে হাল্কা নীল টেবিল ল্যাম্প। কার্যালয়ের ভিতর বার সবকিছু দেখে পাওয়া যায় প্রসুনবাবুর সুস্থ রুচিবোধের পরিচয়। পত্রিকা প্রতিনিধির প্রশংসার উত্তরে মৃদুভাষী পুলিশ অফিসার বললেন, 'একটু নয়, অফিসের পুরো খোলনলচেটাই বদলে দিয়েছি। আগে এটা ছিল একটা জঙ্গল।' আর প্রসুনবাবুরও ইচ্ছা তাঁর সাজানো বাগান পরবর্তীতে উত্তরসূরীরা এভাবেই দেখভাল করুক। তবে সীমান্তবর্তী জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষ পরিচ্ছন্ন নিপাট ভদ্রলোক প্রসুনবাবুর কাছে আশা করছে তাঁর কার্যালয়ের মতোই মহকুমা জুড়ে পরিচ্ছন্ন পুলিশ প্রশাসন—যা অন্য মহকুমার কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

সেবাশিবিরে পুষ্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির ক্লাব মাঠে পুষ্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। ১৮ জানুয়ারী পুষ্প প্রদর্শনীর উদবোধন করেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। অন্যান্য দিনে ক্লাব প্রাঙ্গণে সঙ্গীত, আবৃত্তি, অঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষক হয়ে ওঠে। ২০ জানুয়ারী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের ইতি টানা হয়। পুষ্প প্রদর্শনীতে মহকুমা তথা জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ফুলের সমাহার ঘটে।

ধুলিয়ান পৌরসভায় নতুন উপপৌরপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৩ জানুয়ারী সামসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের কয়েকজন ও ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হকের উপস্থিতিতে ধুলিয়ান পৌরসভার উপপৌরপতির দায়িত্ব নেন ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রশান্ত সরকার। ১৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঞ্জয় জৈনকে গত ৩১ ডিসেম্বর '০১ উপপৌরপতির পদ থেকে বরখাস্ত করায় ঐ পদটি ফাঁকা ছিল।

এক সেতু বেকার করেছে কয়েকশো মানুষকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি ভাগীরথী সেতু উদ্বোধনের জন্য রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরে বেকার হয়েছে কয়েকশো মানুষ। প্রথমত সেতু উদ্বোধনের আগে জবরদখলদারদের উচ্ছেদের জন্য ব্যবসা হারিয়ে বহু মানুষ পথে বসেছে। এরপর সেতু চালুর পর ঘাটে মানুষ পারাপার অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ায় আয় কমেছে ফেরী মাঝিদেরও। এছাড়া জঙ্গিপুর থেকে পরিস্রুত জল এনে যে যুবকরা রঘুনাথগঞ্জে দু' পয়সা রোজগার করতেন তাদেরও আয়ে ভাটা পড়েছে বলে জানা যায়।

একই জায়গায় বার বার ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ জানুয়ারী রাতে আবার রঘুনাথগঞ্জ থানার সন্ন্যাসীডাঙ্গা সাঁকোর কাছে ডাকাতি হয়। দুষ্কৃতীরা কয়েকজন যাত্রীর কাছ থেকে নগদ বেশ কয়েক হাজার টাকা ও জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে যায়। জানা যায়, উমরপুর থেকে রিক্সাভ্যানে কয়েকজন বাড়ী ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে। ২২ জানুয়ারী পর্যন্ত পুলিশ এর কোন কিনারা করতে পারেনি বা কেউ ধরা পড়েনি। ঐ একই জায়গায় এর আগেও বেশ কয়েকবার ছিনতাই ও ডাকাতি হয়েছে বলে এলাকার মানুষ জানান।

আর টি এর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে প্রতিবন্ধীদের কাছ থেকে ভাড়া নেয়া হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তর থেকে ইস্যু করা কার্ডে মানসিক ভারসাম্য, শারীরিক অক্ষম, মূক ও বধির ব্যক্তি বা শিশু এবং তাদের সাহায্যকারীর ভাড়ার ক্ষেত্রে আংশিক ছাড়ের যে নির্দেশ দেয়া আছে, সেটা অনেক প্রাইভেট বাসে মানা হচ্ছে না। এই অভিযোগ আনেন জঙ্গিপুরের প্রতিবন্ধী যুবক অরুণকান্তি দের অভিভাবকেরা। এর প্রতিবিধানে তাঁরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মলিকদের উচ্ছেদ করলেন মহকুমা শাসক (১ম পৃষ্ঠার পর)

ফতুল্লাপুর, নুরপুর, ভৈরবটোলা, রমাকান্তপুর, লক্ষ্মীপুর, গিয়াসমোড় প্রভৃতি এলাকার ভিডিও হলগুলিতে পর পর অভিযান চালান। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসক জানান, 'আমাদের দেখে ভিডিও হলের লোকজন মালপত্র ফেলে পালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ভিডিও হলের সমস্ত মালপত্র আমরা সীজ করে নিয়ে চলে আসি। হলগুলিকেও সীল করে দিয়েছি।'

আর এস পির সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ জানুয়ারী সামসেরগঞ্জ ব্লক আর এস পির লোকাল কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাসুদেবপুর হাই স্কুলে। সম্মেলনে প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন রৌশন আলি। বর্তমান কমিটিতে বাদ পড়েছেন দীপক তলাপাত্রসহ কয়েকজন। নূতনভাবে কমিটিকে আসেন প্রবীণ কর্মী নন্দলাল সরকার। সম্মেলনে বামফ্রন্টকে আরো শক্তিশালী এবং বি জে পি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়।

পাট্টা বাতিল করলেন মহকুমা শাসক (১ম পৃষ্ঠার পর)

দখল মুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। গ্রামবাসীরা বেআইনী পাট্টা বাতিলের অভিযোগ জানালে দীর্ঘদিন এই কেস নিয়ে টালবাহানা চলতে থাকে। ১৯৯৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর সি পি এম-এর কৃষকসভার নেতারা মিছিল করে জমির দখল নিয়ে সেখানে পার্টির পতাকা পুঁতে দেন। প্রভাতী মন্ডলকে স্বামী পরিত্যক্তা এবং ভূমিহীন দেখিয়ে প্রভাতীর পক্ষে বিবৃতি দেয় বি, এল, এন্ড এল, আর, ও, দপ্তর। এর ফলে ঐ খাস সম্পত্তি প্রভাতী মন্ডলের দখলে থেকে যায়। তবু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না প্রভাতী মন্ডল। নয় লক্ষ টাকা মূল্যের খাস জমির পাট্টা গত ১১ জানুয়ারী ২০০২ বাতিলের নির্দেশ দিলেন মহকুমা শাসক সি, ডি, লামা। গ্রামবাসীরা চান ঐ সরকারী জায়গায় পাঠাগার, ক্লাব ও শিশুদের জন্য একটি উদ্যান তৈরী করে বাণীপুর গ্রামকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করা হোক। এক বিত্তশালী পরিবারের রহস্যজনকভাবে খাস জমি ভোগ দখলের খবর এর আগেও জঙ্গিপুর সংবাদ এ বার হয়েছিল।

সাইকেল আরোহীর শোচনীয় মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

গাড়ীঘাটে সাথী নার্সিং হোমের সামনে বিশ্বাস ট্রাভেলস (নং ডব্লু বি ৭৩-৮৭৯১) একটি খালি বাসের সামনের চাকায় পিষ্ট হয়ে শ্যামের শোচনীয় মৃত্যু হয়। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চাকা চলে যায়। সাইকেলটি বেশ কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে। বাসটি ধোলাই-এর জন্য খালাসি চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে খবর।

সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

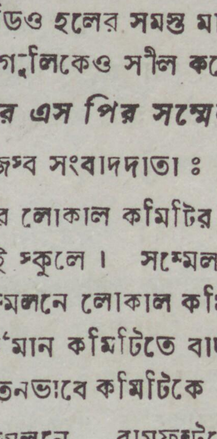

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

বিঃ দ্রঃ—রঘুনাথগঞ্জ সবুজ দ্বীপের মেলায় আমাদের ষ্টল থাকছে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।